হোমিও সাথী

ডাঃ এস. পি. দে

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১।	হোমিওপ্যাথি কি?	১-৪
২।	হোমিওপ্যাথ কে?	৫-১০
৩।	চিকিৎসক জীবনের সর্বোচ্চ ও একমাত্র ব্রত	১১-১২
৪।	অদৃশ্য শক্তি ও তার কাজ	১৩-১৪
৫।	স্বাস্থ্য, রোগ ও আরোগ্য	১৫-১৮
৬।	হোমিওপ্যাথিতে "লক্ষণ-সমষ্টি"	১৯-২২
৭।	কন্‌কমিট্যান্টস্	২৩-২৮
৮।	হেরিং এর আরোগ্য নীতি	২৯-৩২
৯।	মায়াজম	৩৩-৩৮
১০।	চির-রোগঃ (সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস্)	৩৯-৪০
১১।	সোরা	৪১-৪৮
১২।	সিফিলিস	৪৯-৫৬
১৩।	সাইকোসিস্	৫৭-৬৪
১৪।	প্রবণতা, এ্যালার্জি ও ইডিওসিনক্রেসী	৬৫-৭০
১৫।	প্রাথমিক বা মুখ্য ক্রিয়া এবং গৌণ ক্রিয়া	৭১-৭৪
১৬।	হোমিওপ্যাথিক, ঔষধজ এবং রোগজ বৃদ্ধি	৭৫-৮২
১৭।	হৃত-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার, আরোগ্য ও উপশম	৮৩-৯২
১৮।	ঔষধজ কৃত্রিম রোগ এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় তার ভূমিকা	৯৩-৯৮

পৃষ্ঠা

১৯। রোগ নয়, রোগীর চিকিৎসাই হোমিওপ্যাথি ৯৯-১০৪

২০। রোগী-লিপি তৈরী ১০৫-১১২

২১। লক্ষণের মূল্যায়ণ ১১৩-১২০

২২। ঔষধের শক্তি নির্বাচন ১২১-১২৮

২৩। ঔষধের মাত্রা নির্বাচন ও পুনঃ প্রয়োগ ১২৯-১৩২

২৪। আরোগ্য পথে অন্তরায় ১৩৩-১৩৬

২৫। ঔষধের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ১৩৭-১৪৪

২৬। দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র ১৪৫-১৫২

২৭। আরোগ্য সম্ভাবনাহীন রোগ (রোগী) ১৫৩-১৫৬

২৮। অবদমন ১৫৭-১৬২

২৯। পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তি ১৬৩-১৭০

৩০। একবারে এক বা একাধিক ঔষধ প্রয়োগ ১৭১-১৭৪

৩১। রোগ প্রতিরোধতত্ত্ব ও হোমিওপ্যাথি ১৭৫-১৮৬

৩২। রোগ জীবাণু ও হোমিওপ্যাথি ১৮৭-১৯০

৩৩। হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্র ও সীমা ১৯১-১৯৮

৩৪। হোমিওপ্যাথিতে প্যাথলজি ও মেডিসিনের স্থান ১৯৯-২০৬

৩৫। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় রেপার্টরীর ব্যবহার ২০৭-২১৪

৩৬। জাতীয়-স্বাস্থ্যে হোমিওপ্যাথির ভূমিকা ২১৫-২২০

৩৭। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা চলাকালীন রোগীর পথ্য, ব্যায়াম ইত্যাদি সম্বন্ধীয় নিয়ম ও নিষেধাবলী ২২১-২২৬

হোমিওপ্যাথি কি?

রোগীর লক্ষণের সহিত সাদৃশ্যবিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীকে রোগমুক্ত করিবার যে চিকিৎসা-পদ্ধতি, তাহাকেই হোমিওপ্যাথি বলা হয়- একথা হোমিওপ্যাথ মাত্রেরই জানা আছে। কিন্তু এই জানার মধ্যে প্রভেদ আছে এবং তাহা আছে বলিয়াই আজ বাংলা তথা ভারতবর্ষে যথার্থ হোমিওপ্যাথের সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। কি সেই প্রভেদ যাহা আমাদের প্রকৃত হোমিওপ্যাথ হইয়া উঠিবার পথে অন্তরায় হইয়া আছে- তাহাই আজ সর্বাপেক্ষা অধিক আলোচিত ও অনুভূত হওয়া প্রয়োজন।

সদৃশ বিধানমতে চিকিৎসা। কিসের সদৃশ? একটি লক্ষণের, একটি কারণের, একটি যান্ত্রিক পরিবর্তনের, না মায়াজমের? এই প্রশ্নগুলির মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদের কারণ এবং হোমিওপ্যাথিতে অকৃতকার্যতার ইতিহাস।

একটি রোগী হয়ত দশটি লক্ষণ দিল। কারণরূপে হয়ত অতীতের আঘাতের এবং বংশগত সাইকোসিসের ইতিহাস পাওয়া গেল। রোগের উৎপত্তির ইতিহাসে পাওয়া গেল বৃষ্টিতে ভেজার কাহিনী এবং কষ্টের উপশম ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে লক্ষণ পাওয়া গেল- গরমে বৃদ্ধি এবং ঠান্ডায় উপশম।

এই রোগীটি প্রথমে একজন হোমিওপ্যাথের নিকট গেলেন, যিনি একখানি মেটিরিয়া মেডিকা মোটামুটি পড়িয়াই ডাক্তারী করেন। তিনি আঘাতের ইতিহাস পাইয়া এবং পূর্বে আর্ণিকা আঘাতজনিত অবস্থায় প্রয়োগ করিয়া সুফল পাইয়াছেন বলিয়া খুব খুশী হইয়া আর্ণিকা দিলেন। এক্ষেত্রে আঘাতের কারণ হিসাবে আর্ণিকা অবশ্যই সৃদশ হইল। কিন্তু দেখা গেল রোগীর অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হইল না। এরপর তিনি বর্ষায় ভেজার ইতিহাসের সৃদশ্যরূপে রাসটক্স্ দিলেন। তাহাতেও কোন ফল না হওয়ায় রোগী অপর একজন চিকিৎসকের নিকট গেলেন। তিনি মায়াজমের উপর নির্ভর করিয়া মেডোরিনাম দিলেন এবং তাহাতে কিছু কিছু কষ্টের উপশম হইল। কিন্তু দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিয়াও এবং

মেডোরিনাম উচ্চ শক্তিতে প্রয়োগ করিয়াও রোগীর অবস্থার বিশেষ উন্নতি না দেখিয়া তিনি ঔষধ পরিবর্তন করিলেন এবং এবারেও ব্যর্থ হইলেন।

রোগী এবার অপর এক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইলেন, যাঁহার চেম্বারে সর্বক্ষণই প্রচন্ড ভীড়। তিনি রোগীর তিন-চারটি কষ্টদায়ক লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া পালসেটিলা দিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই রোগীর উপরিউক্ত লক্ষণগুলি বেশ কমিয়া গেল। কিন্তু কয়েক দিন পরে রোগী পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। তখন তিনি পালসেটিলা, নাক্স্‌ভম্‌ ও ব্রায়োনিয়া-এই তিনটি ঔষধের তিনটি করিয়া মোট নয়টি লক্ষণের সাদৃশ্য পাইয়া তিনটি ঔষধই একবারে দিলেন। রোগীর কিছু কিছু কষ্টের সাময়িক উপশম হইল বটে, কিন্তু রোগী ক্রমশঃই দূর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল এবং ঔষধ একদিন বন্ধ রাখিলেই পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বেশী কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল। এইবার শেষোক্ত চিকিৎসক জনৈক উপদেষ্টা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি সব শুনিয়া উক্ত চিকিৎসকের শেষোক্ত ঔষধ নির্বাচনের প্রশংসা করিলেন এবং সাইকোটিক মায়াজম রোগ-নিরাময়ের পথে বাধারূপে কাজ করিতেছে মনে করিয়া পূর্বোক্ত ঔষধ তিনটির সহিত মেডোরিনাম উচ্চ শক্তিতে একযোগে প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিলেন। এবারে কিন্তু ফল হইল বিপরীত। রোগীর সব কষ্টই বৃদ্ধি পাইল। কিছু কিছু নতুন লক্ষণ দেখা দিতে লাগিল এবং পুরাতন লক্ষণগুলির হ্রাস-বৃদ্ধিতে পরিবর্তনের সূচনা হইল। এইবার রোগী হতাশ হইয়া রোগ-নিরাময়ের আশা একরূপ ছাড়িয়াই দিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাহার কোন এক বন্ধুর নিকট হইতে জনৈক যথার্থ হোমিওপ্যাথের সন্ধান পাইয়া তাহার শরণাপন্ন হইলেন। তিনি মনোযোগ-সহকারে সবকিছু শুনিয়া এবং মহাত্মা হ্যানিম্যানের নির্দেশনুসারে রোগী-লিপি প্রস্তুত করিয়া কয়েকমাস ধরিয়া রোগীকে কেবলমাত্র প্লাসিবো খাওয়াইয়া রাখিলেন এবং পরে মাত্র এক মাত্রা নেট্রম-সাল্‌ফ প্রয়োগ করিয়া রোগীকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন।

এই ঘটনা হইতে কি ইহাই প্রমাণিত হইল না যে, কেবল সদৃশ হইলেই প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হয় না। অর্গ্যানন হইতে জানিতে হইবে সদৃশ বলিতে হ্যানিম্যান কি বুঝাইয়াছেন। অর্গ্যানন ছাড়া

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অন্ধের হাতি দেখার ন্যায় ঘটনা। অর্গ্যাননে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, রোগাক্রান্ত অবস্থার সদৃশ, অর্থাৎ রোগীর সব লক্ষণ-সমষ্টির একটি সামগ্রিক চিত্র (Totality of symptoms)- এর সদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। লক্ষণের সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও কানাই বাবু যেমন সত্যেন বাবু হইতে পারেন না, তেমনই লক্ষণের সাদৃশ্য সত্ত্বেও পালসেটিলা কখনই নেট্রম সালফ হইতে পারে না। মেটিরিয়া মেডিকার ঔষধ চিত্রের সহিত রোগীচিত্রের সাদৃশ্য চাই। চিত্রের সহিত চিত্রের সমধর্মিতা, উহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাদৃশ্য নহে,- এই কথাটি অন্ত র দিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলে এবং চিত্রের সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাইবার জন্য চেষ্টা, যত্ন ও শ্রম স্বীকার করিলে, তবেই আমরা যথার্থ হোমিওপ্যাথরূপে পরিচিত হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিব। আংশিক সাদৃশ্য মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে আমরা রোগীর কষ্টের উপশম করিতে পারি, কিন্তু চির-রোগে (chronic disease) সম্পূর্ণ নিরাময় বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা কখনই করিতে পারিব না।

ঔষধের লক্ষণ-চিত্রের আংশিক পরিচিতিই আমাদের এই ব্যর্থতার কারণ। ঔষধের চিত্র যে চিকিৎসক উত্তমরূপে জানেন, রোগী-চিত্র তাঁহার নিকট অবশ্যই স্পষ্ট হইয়া দেখা দিবে।

আসুন, আমরা ঔষধের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণকে না জানিয়া মেটিরিয়া মেডিকার লক্ষণ-সমুদ্রে ডুব দিয়া ঔষধ- চিত্ররূপ অমৃত উদ্ধার করি। তাহা হইলে দেখিবেন, রোগী-চিত্র লাভ করা কত সহজ, সাবলীল ও আনন্দদায়ক। সেই আনন্দের স্বাদ একবার পাইলে তখন আর একাধিক ঔষধ একযোগে প্রয়োগ করিয়া 'যেন তেন প্রকারেণ' রোগীর কষ্টের উপশম করিবার প্রবণতা কোনোদিনই দেখা দিবে না। হীরকখনির সন্ধান পাইলে কেহ কি আর লৌহখনিতে আবদ্ধ থাকিতে চাহিবেন?

হোমিওপ্যাথ কে?

যাহা কিছু চক চক করে তাহাই যেমন সোনা নহে, তেমনই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ রোগীতে প্রয়োগ করিলেই হোমিওপ্যাথ হওয়া যায় না। যে কোন চিকিৎসকের একান্ত প্রয়োজনীয় সাধারণ গুণাবলী ছাড়াও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে কতকগুলি বিশেষ গুণের অধিকারী হইতে হইবে। তবেই তিনি হোমিওপ্যাথ নাম ধারণ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। অন্যথায় হোমিওপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথ সম্বন্ধে সাধারনের ভ্রান্ত ধারণার অবসান হইবে না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা খুবই দূরুহ বলিয়া আমি মনে করি। তথাপি সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, অদম্য অধ্যবসায়, নিরলস প্রচেষ্টা এবং দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের দ্বারা এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করা সম্ভব। অন্যের সমালোচনা নহে, আজ আমাদের আত্ম-জিজ্ঞাসা ও আত্ম-সমালোচনার সময় আসিয়াছে- আমরা কে কতটুকু নিম্নোক্ত গুণাবলীর অধিকারী?

(১) জীবিত মানুষের মধ্যে জীবনীশক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসী হইতে হইবে। সুস্থতা, রোগগ্রস্ততা এবং আরোগ্য জীবনীশক্তিরই রূপান্তর মাত্র এই উপলব্ধিই হইল হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রের প্রথম সোপান। দুর্ভাগ্যবশত; জীবনীশক্তিতে বিশ্বাসী নহেন, এমন হোমিওপ্যাথের সংখ্যা নগণ্য নহে। তাই আমরা রক্তে ও প্রস্রাবে শর্করা কমাইতে সাইজিজিয়াম, রক্তের চাপ কমাইতে রাউয়ালফিয়া, যকৃতে শক্তিবৃদ্ধিতে চেলিডোনিয়াম, কারডুয়াস প্রভৃতির মাদার টিনচারস্ হামেশাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। সমগ্র মানুষকে বাদ দিয়া দেহযন্ত্রের এবং জীবনীশক্তি বাদ দিয়া শুধুই মানুষটির চিকিৎসা চলিতেছে।

(২) ভেষজের এবং জীবাণুর সুক্ষ্ম শক্তিতে বিশ্বাসী হইতে হইবে। জীবনীশক্তিতে বিশ্বাসী না হইলে ঔষধের ও জীবাণুর সুক্ষ্ম শক্তিতে বিশ্বাসী হওয়া সম্ভব নহে। তাই, আমরা সুনির্বাচিত ঔষধ নিম্নশক্তিতে এবং অধিক পরিমাণে ব্যবহার করি তাহার বস্তুগত প্রতিক্রিয়া (Physiological

action)-র আশায়। ফলে শুধু, রোগীর কষ্টের সাময়িক উপশম দেওয়া ছাড়া সারাজীবনে বহু হোমিওপ্যাথ একটিও চির-রোগের স্থায়ী নিরাময়ে সক্ষম হন না। ঔষধের গুণগত শক্তি(Dynamic action) যে অসীম ক্রিয়ার অধিকারী, তাহা যদি আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি, তবে কখনোই নিম্নশক্তিতে নিজেদেরকে আর আবদ্ধ রাখিতে প্রয়াস পাইব না। জীবাণুর সুক্ষ্ম-শক্তিতে বিশ্বাস নাই বলিয়াই আমাদের মধ্যে সংশয় দেখা দেয়- হোমিওপ্যাথিক ঔষধ জীবাণু ধ্বংস করিতে পারে কি? তাই, বিকোলাই, ম্যালেরিয়া, টিটেনাস, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগের নাম শুনিলে আমরা ভয় পাই এবং অন্য চিকিৎসাশাস্ত্রের শরণাপন্ন হইবার পরামর্শ দিই।

(৩) সত্যের প্রতি অনুরাগী হইতে হইবে এবং পরীক্ষালব্ধ সত্য ঘটনাকেই একমাত্র হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। কোনোপ্রকার ভিত্তিহীন মতবাদ, যুক্তিহীন অভিজ্ঞতা বা নীতিহীন আধুনিকতার আশ্রয় গ্রহণ করা চলিবে না।

মহাত্মা হ্যানিম্যান গতানুগতিকতার স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দেন নাই। পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার দ্বারা যাহা অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাই ত্যাগ করিয়াছেন এবং একমাত্র পরীক্ষালব্ধ সত্যকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। আজ আমরা তাঁহার আবিস্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সত্যকে শুধুমাত্র পুরাতন মতবাদের দোহাই দিয়া আধুনিকতার খোলস পরাইতে চাহিতেছি। মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক সত্য কি পুরাতন বলিয়া ত্যাগ করিতে হইবে? হ্যানিম্যান পৌনে দুইশত বৎসর পূর্বে যাহা বলিয়াছেন, বর্তমান যুগে তাহার পরিবর্তন প্রয়োজন, এই মতবাদের ধারক ও বাহকগণ উগ্র আধুনিকতার নামে হোমিওপ্যাথিতে পেটেন্ট, টনিক, একযোগে একাধিক ঔষধের প্রয়োগ হোমিও-স্পেসিফিক প্রভৃতি অ-হোমিওপ্যাথিক পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন এবং করিতে শিখাইতেছেন। পরিবর্তনের জন্যই পরিবর্তন, অভিজ্ঞতার নামে যথেচ্ছাচার প্রকৃত হোমিওপ্যাথ সৃষ্টির পথে আজ প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(৯) রোগ- আরোগ্যের পথের বাধাগুলি সম্যক্ অবগত হইয়া তাহা দূরীকরণের জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। রোগী নিয়মিত মদ্যপান করে এবং রাত্রি জাগরণ করে। এসব ক্ষেত্রে নাক্সভমিকা যতই খাওয়ানো যাক না কেন, অভ্যাস পরিবর্তন না করাইলে আরোগ্য করা সম্ভব নহে। এইরূপ অনেক বাধা আছে। সেগুলি না জানিয়া শুধু ঔষধ নির্বাচন করিলেই প্রকৃত হোমিওপ্যাথের কর্তব্য শেষ হইবে না।

(১০) রোগ ও রোগীর পক্ষে ক্ষতিকর খাদ্য, পানীয়, অন্যান্য দ্রব্য, অভ্যাস ও পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(১১) হোমিওপ্যাথির মূল নীতিগুলির উপর শ্রদ্ধাশীল হইতে হইবে এবং কোন কারণেই নীতি-বিগর্হিত পথে না চলিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে। শুধু অতি দ্রুত কি উপায়ে ধনী হওয়া যায়, এই মানসিকতায়, চিন্ত াভাবনাহীন ঔষধ নির্বাচনই অহোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রধান কারণ। গোঁড়ামীর আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াও নিজের উপর আস্থা এবং হোমিওপ্যাথি-শাস্ত্রের উপর দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা পুর্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধন করা যায়- হয়ত বা একটু দেরীতে।

(১২) লক্ষণের মূল্যায়ণ ও তদ্বারা ঔষধ ও রোগীচিত্র সম্যক্ অবগত হওয়ার কঠিন প্রচেষ্টায় ব্রতী হইতে হইবে। লক্ষণের সঠিক মূল্যায়ণ করিতে যিনি সক্ষম , হোমিওপ্যাথিতে সাফল্য তাঁহার করতল-গত। খ্যাত, অখ্যাত যে চিকিৎসকের মধ্যেই এই বিশেষ গুণটি বিদ্যমান, তিনি আমার নমস্য।

(১৩) চিররোগে হ্যানিম্যানের দীর্ঘ ১২ বৎসরের নিরলস অনুসন্ধ্যানের ফসল মায়াজম্। এই মায়াজমতত্ত্বে বিশ্বাসী হইতে হইবে এবং মায়াজম বিরোধী ঔষধ প্রয়োগে চিররোগের মুলোচ্ছেদ করিবার কঠিন ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় সারাজীবন শুধু রোগের সাময়িক উপশম দিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। চির-রোগগ্রস্ত রোগীকে সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়া যে শান্তি লাভ করা যায়, তাহা চিরকাল অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে।